ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সরবরাহ-০১ শাখা
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা-২০১৬

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকল্পে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় পল্লি অঞ্চলের হতদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হলো। মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি থাকবে। কমিটি এ নীতিমালার আলোকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

১। **তালিকা প্রণয়নের জন্য ইউনিয়ন কমিটিঃ-**

(ক)	উপজেলা পর্যায়ের একজন বিভাগীয় কর্মকর্তা	-সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-সদস্য
(গ)	২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-সদস্য
(ঘ)	সকল ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার	-সদস্য
(ঙ)	সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ	-সদস্য সচিব

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তির মনোনয়ন প্রদান করবেন।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) ওয়ার্ডভিত্তিক দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতা ইত্যাদি বিবেচনা করে সুবিধাভোগী পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটি বরাবর প্রেরণ;

(খ) সুবিধাভোগীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(গ) বিবিধ।

২। **উপজেলা তালিকা যাচাই কমিটিঃ-**

(ক)	মাননীয় সংসদ সদস্য	-প্রধান উপদেষ্টা
(খ)	উপজেলা চেয়ারম্যান	-উপদেষ্টা
(গ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-সভাপতি
(ঘ)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-সদস্য
(ঙ)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-সদস্য
(চ)	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-সদস্য
(ছ)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-সদস্য
(জ)	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানগণ	-সদস্য
(ঝ)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শক	-সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ-

(ক) দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতা বিবেচনায় ইউনিয়নভিত্তিক সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বিভাজন;

(খ) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত (নীতিমালা অনুসরণে) তালিকা যাচাই বাছাই করে অনুমোদন প্রদান;

(গ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগ এবং প্রয়োজনে ডিলারশিপ বাতিলকরণের অনুমোদন প্রদান;

(ঘ) খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(ঙ) বিবিধ।

৩। **সুবিধাভোগী পরিবার বাছাইয়ের মানদন্ডঃ-**

২০১১ সালের আদমশুমারিরভিত্তিতে (২০১৬ সাল পর্যন্ত হালনাগাদকৃত) দরিদ্র জনসংখ্যার মধ্য হতে ইউনিয়ন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৫০ (পঁঞ্চাশ) লক্ষ হতদরিদ্র পরিবার এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে। এই সংখ্যা সরকার প্রয়োজনবোধে হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবেন।

১) **যোগ্যতাঃ**

সুবিধাভোগী পরিবারের যোগ্যতা হবে নিম্নরূপঃ-

(ক) ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা;

(খ) হতদরিদ্র পরিবার প্রধান (পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে);

(গ) জাতীয় পরিচয়পত্রের অধিকারী;

(ঘ) নারী প্রধান পরিবার অগ্রাধিকার পাবে (বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা সর্বোচ্চাধিকার); এবং

(ঙ) যে সব দুঃস্থ পরিবারে শিশু রয়েছে, সেসব পরিবারও অগ্রাধিকার পাবে।

২) **অযোগ্যতাঃ**

(ক) একই পরিবারে একাধিক ব্যক্তিকে কোনক্রমেই তালিকাভুক্ত করা যাবেনা;

(খ) সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত ভিজিডি কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তরা এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

৪। **পরিমাণ, মূল্য ও বিতরণঃ**

(ক) সরকার হতদরিদ্র পরিবারের জন্য নির্ধারিত মূল্যে মাসে ৩০ কেজি চাল/খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করবেন;

(খ) সাধারণভাবে সরকার ঘোষিত মূল্যে পল্লি অঞ্চলের কর্মাভাবকালীন (সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর এবং মার্চ- এপ্রিল) ০৫ (পাঁচ) মাস বিতরণ কার্যক্রম চলবে;

(গ) খাদ্য সামগ্রীর এক্স-গুদাম মূল্য, বিক্রয় মূল্য, বিতরণকাল ও ডিলারের কমিশন বা পরিচালন ব্যয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে; এবং

(ঘ) সরকার প্রয়োজনবোধে খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ, এক্স-গুদাম মূল্য, বিক্রয় মূল্য, বিতরণকাল ও ডিলারের কমিশন বা পরিচালন ব্যয় ইত্যাদি পুনর্নির্ধারণ বা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৫। **ডিলার নিয়োগঃ**

উপজেলা কমিটি এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতি ইউনিয়নে গড়পরতা প্রতি ৫০০ (পাঁচ শত) জন সুবিধাভোগী পরিবারের জন্য ০১ (এক) জন করে ডিলার নিয়োগের অনুমোদন দিবে। যদি কোন ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় ডিলার না পাওয়া যায়, তাহলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। ডিলার নিয়োগে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

(খ) ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় হাটে বা বাজারে নির্ধারিত দোকান থাকতে হবে;

(গ) কোন ওয়ার্ডে বাজার না থাকলে সুবিধাভোগীদের সুবিধা বিবেচনায় রেখে দোকান ডিলারের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে;

(ঘ) দোকানের মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে ও খাদ্য সামগ্রী নিরাপদ সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;

(ঙ) ডিলারের দোকানে একসংগে কমপক্ষে ১৫(পনের) মেঃ টন খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে;

(চ) ডিলারকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল ও খাদ্য সামগ্রীর হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;

(ছ) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক- কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত, কিংবা আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিলার নিয়োগ করা যাবে না;

(জ) একই ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের একাধিক ডিলার হতে পারবেন না;

(ঝ) কোন সরকারি কর্মচারী কিংবা জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না;

(ঞ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ দান করবেন; এবং

(ট) কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ডিলারের নিকট থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার)টাকার ফেরতযোগ্য জামানত (পে-অর্ডার আকারে) এবং ৩০০/-(তিনশত) টাকার (পরিবর্তনযোগ্য) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (মডেল কপি সংযুক্ত) গ্রহণ করতে হবে।

৬। **খাদ্যশস্য উত্তোলনঃ**

(ক) ডিলারকে সুবিধাভোগী পরিবারের অনুমোদিত তালিকা প্রদান করা হবে। তালিকা অনুযায়ী ডিলার একবারে কমপক্ষে তার অনুকূলে মাসিক বরাদ্দের অর্ধেক খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করবেন। তবে সংরক্ষণ সুবিধা থাকলে মাসিক চাহিদার সমুদয় খাদ্য সামগ্রীও উত্তোলন করতে পারবেন;

(খ) ডিলার চাহিদা পত্র প্রণয়ন করার সময় আগের অবিক্রিত খাদ্য সামগ্রী (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী চাহিদা পত্র তৈরি করবেন।

(গ) সরবরাহ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে টাকা জমা করে ডিলার গুদাম হতে খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করবেন এবং সরকার নির্ধারিত কার্ড/তালিকা অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের মাঝে তা বিক্রয় করবেন।

(ঘ) ডিলার বিতরণকৃত ও অবিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

৭। **পরিচালন ও তত্ত্বাবধানঃ**

(ক) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংগে পরামর্শক্রমে এ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন;

(খ) খাদ্য বিভাগের বা স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা ডিলার কর্তৃক বিক্রয় কার্যক্রম তদারকি করতে পারবেন।

৮। **অঙ্গীকারনামা ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ**

(ক) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী সম্বলিত ৩০০/- টাকার (পরিবর্তনযোগ্য) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (মডেল সংযুক্ত) দাখিল করার পর ডিলার নিয়োগ করতে হবে।

(খ) এ অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত ভংগ করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন ভংগ করলে, ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল করা যাবে এবং অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা যাবে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা করা যাবে।

(গ) খাদ্য অধিদপ্তরের বা স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা খাদ্যশস্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে চাহিত সকল তথ্য ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন।

৯। **নির্দেশদানের ক্ষমতাঃ**

(ক) সরকার পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই নীতিমালার যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবেন।

(খ) সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন আদেশ-নির্দেশ জারি করতে পারবেন।

১০। ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা- ২০১১ পরিবর্তন/সংশোধনের পর নীতিমালাটি "ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা- ২০১৬" হিসেবে অভিহিত হবে।

১৬/৭/১৬

(মোঃ আতাউর রহমান)
যুগ্মসচিব (সং ও সরঃ)
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

১০ শ্রাবণ, ১৪২৩

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০১.১৬.১৫৬ তারিখ:-------------------

২৫ জুলাই, ২০১৬

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, পরিসংখ্যান বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আ:গণি রোড, ঢাকা।
১০। জেলা প্রশাসক (সকল)।
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)।

২৫/৭/১৬

(মো: নুরুল ইসলাম শেখ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০০২৭

(নমুনা)ঃ

অঙ্গীকারনামাঃ

আমি ....
পিতা/স্বামী- .... মাতা
- .... ওয়ার্ড নং- .... পূর্ণ
ঠিকানা - ....
...., হতদরিদ্রের
জন্য স্বল্পমূল্যে চাল/গম বিক্রির ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য বিভাগ নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী স্বল্পমূল্যে ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আমি চাল/গম বিক্রি করতে বাধ্য থাকব।
২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরণের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না।
৩) আমার নির্ধারিত দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী বড় বড় আকারে লেখা স্পষ্ট সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে রাখব। ''সাইন বোর্ডে'' নিম্নরূপ লেখা থাকবেঃ-

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হতদরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ

ডিলারের নামঃ ....

ঠিকানা ঃ ....

শুক্র, শনি ও মংগলবার সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যমত্ম দোকান খোলা থাকবে।

৪) নির্দেশিত সময়ে চাল/গম বিক্রয়ার্থে আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব।
৫) চাল/গমের হিসাবপত্র নির্বাহ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব।
৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না। যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হব।
৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য বসত্মা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।
৮) বিতরণার্থে বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং আবেদনে উলিস্নখিত দোকানের ঠিকানায় বিক্রয় করার জন্য মজুদ রাখব।
৯) স্বল্পমূল্যে চাল/গম বিক্রি কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারী করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।
১০) সরকারী নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ আমার জামানত সরকারী খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবেন।
১১) অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলী ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশীপ বাতিল করতে পারবেন।

ডিলারের স্বাক্ষরঃ .... তাং- ....

দোকানের নামঃ .... দোকানের ঠিকানাঃ ....

স্বাক্ষী-১ঃ

স্বাক্ষর ঃ

....

নাম ঃ ....

ঠিকানাঃ ....

স্বাক্ষী-২ঃ

স্বাক্ষর ঃ

....

নাম ঃ ....

ঠিকানাঃ ....